জনসংযোগ অফিস
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: ৭৭৯১০৪৫-৫১

Public Relations Office
Jahangirnagar University
Savar Dhaka Bangladesh
Phone: +88027791045-51

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাবি দর্শন বিভাগের ছাত্র দূর্ঘটনায় নিহত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২৭ অক্টোবর ২০১৮।
আমরা গভীর শোক ও দু:খের সাথে জানাচ্ছি যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মাহমুদ বিন আশরাফ প্রান্ত্ম শুক্রবার রাতে রাজধানীর ধানমন্ডিতে এক দূর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্র ছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহত শিক্ষার্থীর বন্ধুদের সূত্রে জানা যায়, ধানমন্ডি ৫/এ রোডের মেডিনোভা হাসপাতালের পাশে বসে মাহমুদ কয়েক বন্ধুসহ আড্ডা দিচ্ছিলেন। এ সময় সেখানে নির্মানাধীন একটি বাড়ির ওপর থেকে একটি রড ছিটকে মাহমুদের ওপর পড়ে। মাহমুদের বন্ধুরা তাকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে মাহমুদকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরন্নরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শুক্রবার রাত নয়টায় তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
মাহমুদের বাড়ি মেহেরপুর সদরে। তিনি বাবা-মায়ের একমাত্র পুত্র সন্ত্মান। তাঁর দুই বোন রয়েছে। আজ বাদ যোহর মাহমুদের আবাসিক হল মীর মশাররফ হোসেন হলে তার মরদেহ আনা হয়। মাহমুদের মরদেহের সঙ্গে তার কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনও ক্যাম্পাসে আসেন। মাহমুদের মরদেহ দেখে তাঁর সহপাঠিরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম তাদের শোক ও সমবেদনা জানান। মীর মশাররফ হোসেন হলে তার প্রথম নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর কলা ও মানবিকী অনুষদ চত্ত্বরে মাহমুদের নিজ বিভাগে তার দ্বিতীয় নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মো. নুরন্নল আলম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শেখ মো. মনজুরন্নল হক, হল প্রভোস্ট, বিভাগীয় শিক্ষক, কর্মকর্তা, সহপাঠি ও অন্যান্য ছাত্রগণ অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে মাহমুদের মরদেহ তাঁর নিজ বাড়ি মেহেরপুর সদরে নেয়া হয়। সেখানে তাকে দাফন করা হবে।

উপাচার্যের শোক

মাহমুদ বিন আশরাফ প্রান্ত্ম'র অকাল মৃত্যুতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবার্তায় উপাচার্য বলেন, 'এ মৃত্যু অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্খিত। এ মৃত্য মেনে নেয়া কঠিন। মাহমুদ স্বপ্ন নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি হয়েছিল। তার মৃত্যুর মধ্যদিয়ে সেই স্বপ্নেরও সমাধি হলো। এটি মাহমুদের বাবা-মায়ের জন্য কতো বড় আঘাত, তা অন্য কারো অনুভব করা কঠিন। উপাচার্য মাহমুদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। উপাচার্য মাহমুদের মৃত্যু ঘটনায় যারা দায়ী তাদের সচেতন হওয়ার ওপর গুরন্নত্বারোপ করেন এবং এক্ষেত্রে যথাযথ আইনী পদক্ষেপ কামনা করেন।

পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
জনসংযোগ অফিস